সংবাদ

তারিখ 21 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

অচল ইবি : নয়া উপাচার্য কে হচ্ছেন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হকের পদত্যাগের পর অচল হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম। ইতোমধ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফ্যাক্সের মাধ্যমে পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, জাতীয় নির্বাচনে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক ক্যাম্পাসে আসছেন না। বিভিন্ন সূত্র জানায়, তিনি উপাচার্যের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে জনবল নিয়োগ না দেয়া এবং প্রায়ই ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তার ওপর ক্ষিপ্ত রয়েছেন। তিনি উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর গত আড়াই বছরে আন্দোলনের মুখে মাত্র দুটি বিভাগে কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া ছাড়া আর কোন নিয়োগ দেননি। আইন বিভাগ, ইংরেজি বিভাগ, গণিত বিভাগ, আল-ফিকাহ বিভাগ, বায়োটেকনোলজি বিভাগ, আইসিটি বিভাগসহ কোকটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে শিক্ষার্থীরা লাগাতার আন্দোলন করেও

কে : পৃ: ২ ক: ৪

কে : হচ্ছেন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কোন লাভ হয়নি। এমনকি দেশের প্রায় দেড় হাজার ফাজিল-কামিল মাদ্রাসা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসলেও মাদ্রাসা দপ্তরে একজন লোকও নিয়োগ দেননি। দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসে উপাচার্যের অনুপস্থিতির কারণে এবং কর্মকর্তাদের কর্মবিরতিতে সব কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে, এ কারণে ইবি ক্যাম্পাস অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে।

এ অবস্থায় নতুন উপাচার্য কে হচ্ছেন এ নিয়ে ক্যাম্পাসে চলছে জল্পনা-কল্পনা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রভাবশালী আওয়ামীপন্থী শিক্ষক এ ব্যাপারে ঢাকায় যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন বলে জানা গেছে। এরা হলেন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আ ন ম রেজাউল করিম, ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শেখ শাহজাহান, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক রুহুল কুদ্দুস সালেহ, বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী এবং রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এম আলাউদ্দিন।

এদের মধ্যে এম আলাউদ্দিন ছাড়া বাকিরা সবাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের ফোরাম বঙ্গবন্ধু পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী বর্তমানে বঙ্গবন্ধু পরিষদের বর্তমান সভাপতি হওয়ায় নতুন উপাচার্য হিসেবে তিনি নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন বলে মনে করছেন প্রগতিশীল শিক্ষকদের ফোরাম, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও শাপলা ফোরাম সংশ্লিষ্টরাসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও। অন্য তিনজন বঙ্গবন্ধু পরিষদের বর্তমান সহ-সভাপতি হওয়ায় তারাও সম্ভাবনাময় বলে মনে করছেন কেউ কেউ।

অন্যদিকে গত বছরের জুন মাসে অবসরে যাওয়া শিক্ষক অধ্যাপক এম আলাউদ্দিনের নাম শোনা গেলেও তার বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অভিযোগ। গত বিএনপি-জামায়াত আমলে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদত্যাগের দাবিতে যখন প্রগতিশীল শিক্ষকদের ফোরাম শাপলা ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ আন্দোলন করে তখন এম আলাউদ্দিন সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। অনৈতিক ও দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য ২০০২ সালে তাকে শাপলা ফোরাম থেকে বহিষ্কার করা হয়। বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি পদের নির্বাচনে তিনি জামায়াত সম্পৃক্ততার অভিযোগে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। বিএনপি-জামায়াত আমলের উপাচার্য রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাতেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন বলে মনে করা হয়। তার আপন ভগ্নিপতিসহ ২৬ জনকে চাকরি দিয়ে স্বজনপ্রীতির চূড়ান্ত নজির সৃষ্টির অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। তিনি যখন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ছিলেন তখন বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি কেনার জন্য নামে বেনামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ অবস্থায় এম আলাউদ্দিনের উপাচার্য হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কেননা তাকে উপাচার্য করলে বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা খুশি হলেও প্রগতিশীল শিক্ষকপন্থিদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেও কেউ কেউ জোর তদবির চালাচ্ছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুস সোবহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান, অধ্যাপক মোহাম্মদ সামাদ প্রমুখের নাম শোনা যাচ্ছে।

তবে এবার ইবি উপাচার্য হিসেবে ইবির কাউকেই দেখতে চাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের লোকজন।